দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUL 22 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মাদ্রাসায় দুর্নীতি ও অপশক্তির কোরাস

সরকার যখন মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সমালোচনার মুখে পড়ে তখন নিজেকে অত্যন্ত অসহায়বোধ করে। অসহায়ত্ব কাটাবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য দিয়ে ঐ চক্রকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে ঐ চক্রের প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান সরকারের ঐ বিশেষ ইস্যুতে। এমনি একটি সমালোচনা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে। মৌলবাদী-ফ্যাসিবাদী চক্র তারস্বরে চিৎকার করছে যে, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিচ্ছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিও ঐ কোরাস চিৎকারের শরিক। বিরোধী দল বিএনপি'র প্রধান সহশক্তি ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। এখন তো সরকার পতন আন্দোলনেরও জুটি তারা। বিএনপি মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও ভারত বিরোধী শ্লোগান দিয়ে ৯১-এর নির্বাচন মাত করেছিল। ঐ একই শ্লোগান '৯৬-এর জুন নির্বাচনেও ছিল। তবে তা বিএনপি'র বেলায় কাজ করেনি। মৌলবাদী-ফ্যাসিবাদী রাজাকারদের দলকে বাংলার অসাম্প্রদায়িক ভোটাররা প্রত্যাখ্যান করে সংসদকে প্রায় চিহ্নিত রাজাকারমুক্ত করেছে। সরকারী দলের বদ্ধমূল ধারণা যে, মৌলবাদী-ফ্যাসিবাদী চক্র বাংলাদেশে প্রভূত অপশক্তির অধিকারী। বাংলাদেশের যে দলের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, যে দল সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম নীতি বলে গ্রহণ করেছিল, সংবিধানে ১২ অনুচ্ছেদ যুক্ত করে রাজনীতিতে ধর্মের ফেরিওয়ালাদের নিষিদ্ধ করেছিল, সেই দলের ঐ সবের প্রতি বিশ্বাস কমে যাওয়ার ফলেই এই আত্মবিশ্বাসের অভাব হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐ অশুভ চক্রের কোরাসের উত্তরে সরকার থেকে বলা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা কোনদিনই বন্ধ হবে না বরং সম্প্রসারণ করা হবে। সরকারের এ দাবি মিথ্যা নয় তার বড় প্রমাণ হচ্ছে সরকারী মাদ্রাসায় ছাত্রপ্রতি সরকারের বাৎসরিক খরচ হয় ৬৯০০ টাকা, সরকারী স্কুলে ছাত্রপ্রতি খরচ হয় ২৮৪১ টাকা, সরকারী কলেজে ছাত্র প্রতি ৩৭৮৫ টাকা। সরকারী প্রশিক্ষণ কলেজে ছাত্রপ্রতি বাৎসরিক খরচ ৫৪৮৬ টাকা। বেসরকারী মাদ্রাসায় খরচ ছাত্র প্রতি বাৎসরিক ৯৭৮ টাকা, বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রপ্রতি বাৎসরিক খরচ ৬৯৮ টাকা। ৯৬-৯৭ রাজস্ব বাজেটে প্রতিটি বেসরকারী মাদ্রাসা পেয়েছে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, অন্যদিকে বেসরকারী স্কুল এবং কলেজ পেয়েছে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রায় ১০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮-৯৯ রাজস্ব বাজেটে ২৯৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তবুও কোরাস চিৎকার– মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাংবিধানিক নীতি হচ্ছে, 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (অনুচ্ছেদ ১৭)

এটি রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল নীতি। সরকার থেকে যদি বলা হয় মাদ্রাসা শিক্ষার আরও সম্প্রসারণ করা হবে। তাহলে সরকার যে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে রাষ্ট্রীয় মূল নীতির ভিত্তিতে তা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য। এটি সম্প্রসারণের পূর্বশর্ত। সরকার 'সমাজের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার' জন্য যদি কোন পরিসংখ্যান করে থাকে তাহলে সেই পরিসংখ্যান অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক। যাতে দেশের নাগরিকরা নিশ্চিত হতে পারে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ সমাজের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ।' রাষ্ট্র তার পরিচালনার মূল নীতি সম্পর্কে স্বচ্ছতা প্রমাণের জন্য এই পরিসংখ্যান প্রকাশ অপরিহার্য। এই মূল নীতির আর একটি পূর্বশর্ত আছে তা হচ্ছে, 'সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য' এই শিক্ষা। এ বিষয়টি সকলেরই জানা যে, মাদ্রাসাগুলো মৌলবাদী ফ্যাসিবাদীদের সদস্য সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল। ইতোপূর্বে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, তালেবান সৃষ্টি করা হয় এখানে এবং আরও অনেক আরবী নামধারী নাশকাতমূলক কাজের সংস্থার জন্য সদস্য সংগ্রহ করা হয়। এসব মাদ্রাসায় অস্ত্র শিক্ষাও দেয়া হয়।

এসব মাদ্রাসা কতখানি প্রতিক্রিয়াশীল এবং সামাজিকভাবে পশ্চাৎপর তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে পরাজিত করায় বরিশালের উৎফুল্ল কয়েকজন মাদ্রাসা ছাত্র একটি মিছিল বের করে। মিছিলকারীদের মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ শাস্তিদান করে। যদিও পরে কর্তৃপক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করে এর জন্য। কয়েকদিন আগেকার ঘটনাঃ একটি মাদ্রাসার কিছু ছাত্র সার্ট-প্যান্ট পরে ক্লাসে আসলে শিক্ষকরা সার্টের কলার কেটে দেয় এবং ছাত্রদের মাথার চুলও কাটে। এগুলোর পর নিশ্চয়ই একথা বলা যায় যে, সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টি করে না এইসব মাদ্রাসা।

কে,এম সোবহান

অগ্রসরমান সমাজ একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সমতালে চলতে হলে বিজ্ঞান মানসিকতাসম্পন্ন, বিশ্বদর্শন এবং আগামীকালের অর্থনীতির বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বা তাসখন্দের ইসলামী শিক্ষা কোর্স প্রয়োজনে অনুসরণ করতে পারে। বাংলাদেশে মাদ্রাসার সঙ্গে থাকে এতিমখানা যা নীতগতভাবে আপত্তিজনক নয়। কিন্তু যদি মাদ্রাসার ছাত্র মানেই এতিম চেহারাসম্পন্ন বোঝায় তাহলে তা আপত্তিজনক। বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্ম শিক্ষাও দেয়া হয়। ইউরোপ বা আমেরিকাতে যে সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররা পড়াশুনা করে সেইসব ছাত্রের চেহারা কি বাংলাদেশের মাদ্রাসায় পাঠরত এতিম ছাত্রদের মত? নিশ্চয়ই না।

মৌলবাদী ফ্যাসিবাদী চক্রের আসল আপত্তি যেখানে তা হলো সরকারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এতদিনে যেন হয়েছে। এসব মাদ্রাসা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সরকারী বা বেসরকারী স্কুল-কলেজে যে দুর্নীতি নেই একথা কেউই বলবেন না। দুর্নীতিপরায়ণ এসব স্কুল-কলেজের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কিন্তু দুর্নীতিপূর্ণ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে যখন ব্যবস্থা নিয়েছে তখনই এই অশুভ অপশক্তির কোরাস চিৎকার।

দেশে ৩৮৪৭টি মাদ্রাসা আছে যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অর্থাৎ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। দেশের ৪৬০টি থানার মধ্যে ২০০টি থানায় প্রায় ৩৫০০টি মাদ্রাসার কুকীর্তি ও দুর্নীতি সম্পর্কে রিপোর্ট এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ৩৫০০টির মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং গুরুতর নিয়মভঙ্গ এবং ভুয়া ২৫১টি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। এই ভুয়া মাদ্রাসা ও কঠিন দুর্নীতিগ্রস্ত মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সাথে সাথে ঐ অশুভ অপশক্তি কোরাস চিৎকার শুরু করেছে মাদ্রাসা বন্ধের শ্লোগানে। ভুয়া ও দুর্নীতিগ্রস্ত মাদ্রাসার পক্ষে কোন্ ধর্মীয় নীতি থেকে এই কোরাস? মাদ্রাসা ভুয়া থাকলেও সরকারী অনুদান দিতে হবে, দুর্নীতিগ্রস্ত হলেও তা দিতে হবে এই যুক্তি হচ্ছে ঐসব মৌলবাদী-ফ্যাসিবাদী রাজাকারের দলগুলোর। এরা এখন আশ্রয়-প্রশ্রয় পাচ্ছে বিএনপির যারা সরকারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে কিন্তু মাদ্রাসার দুর্নীতিকে সমর্থন করছে। বিএনপির এই মানসিকতা বোঝা যায় যখন তারা তাদের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো তুলে নেয়ার দাবির সমর্থনে দেশকে অচল করে দেয়ার আন্দোলনে যেতে চায়। বিএনপির নেতা-কর্মী হলেও তাদের সাত খুন মাফ করতে হবে। কেননা তারা সবাই ধোয়া তুলসী পাতা। একইভাবে মাদ্রাসা ভুয়া হলেও তাকে সরকারী অনুদান দিতে হবে যাতে তারা সরকারী অনুদানে অন্যত্র অস্ত্র শিক্ষা দিতে পারে, তালেবান তৈরি করতে পারে। গত কয়েকদিন থেকে 'দৈনিক সংবাদ' এইসব ভুয়া ও দুর্নীতিগ্রস্ত মাদ্রাসার ছবিসহ বিবরণ ছাপাচ্ছে।

এত শক্ত অবস্থান সরকার কাজে না লাগিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের পানসে যুক্তি দিচ্ছে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেসব দুর্নীতির রিপোর্ট আসছে তা সে মাদ্রাসারই হোক বা অন্য সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজেরই হোক জনসমপেক্ষ প্রকাশ করুক। এইসব দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে কেবল পরীক্ষায় নকল ও অন্যান্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। দুর্নীতি আজকে বাংলাদেশী জীবনের ছবি। এই চিত্র যদি সরকার মুছতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সরকারী চেষ্টা সফল হবে না। সরকারের সর্বত্র দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে ক্যান্সারের মত। আগামী দুবছরে যদি এই দুর্নীতির এক-সহস্রাংশও কমাতে পারে তাহলে নির্বাচকমন্ডলী কিছুটা আস্থা ফিরে পাবে ❑

সরকার থেকে যদি বলা হয় মাদ্রাসা শিক্ষার আরও সম্প্রসারণ করা হবে। তাহলে সরকার যে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে রাষ্ট্রীয় মূল নীতির ভিত্তিতে তা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য। এটি সম্প্রসারণের পূর্বশর্ত। সরকার 'সমাজের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার' জন্য যদি কোন পরিসংখ্যান করে থাকে তাহলে সেই পরিসংখ্যান অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক। যাতে দেশের নাগরিকরা নিশ্চিত হতে পারে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ সমাজের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ।'